Cosmo School

শ্রেণি - ৮ম

বিষয়ঃ সাইন্স অব লিভিং

সময়ঃ ১ ঘণ্টা **তারিখঃ ০৯-০৮-২০২০**

ভালো রেজাল্ট ! ওরে বাবা জিনিয়াসরাই পারে কেবল !

একটা বাস্তব সত্য কি জানেন? ভালো রেজাল্ট করার জন্যে জিনিয়াস হবার প্রয়োজন নেই। বরং দেখা যায়, ভালো রেজাল্ট সাধারণত মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রীরাই বেশি করে। কেন? উত্তরটা বুঝতে পারবেন খরগোশ আর কচ্ছপের গল্পটা মনে করলেই।

খরগোশ-কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতায় কে জিতেছিল? সারাদিন ঘুমিয়ে থেকে এক দৌড়ে যে গন্তব্যে পৌঁছেছিল সেই খরগোশ, নাকি কোনো বিশ্রাম-বিরতি না দিয়ে সারাদিন টুক টুক করে হেঁটে যে পৌঁছেছিল সেই কচ্ছপ? কচ্ছপ। কারণ দৌড়ানোর সামর্থ্য না থাকলেও তার হাঁটার সামর্থ্যকেই সে কাজে লাগিয়েছিল নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। আপনি হয়তো ভাবেন, আমার ব্রেনটা তো অত ভালো না। দেরিতে বুঝি। মনে থাকে আরো কম। অমুক তুখোড় মেধাবীদের মতো কি আমি পারব?

অভিনন্দন আপনাকে! কারণ আপনিই পারবেন। সাধারণ মেধার বলেই আপনার পক্ষে ভালো করার সম্ভাবনা বেশি। আপনি কচ্ছপের মতো লেগে থাকতে পারবেন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিক কাজের মাধ্যমে লাভ করবেন সাফল্য। আসলে বিশ্ববিখ্যাত সফল মানুষেরা সবাই যতটা না জিনিয়াস, তার চেয়ে বেশি পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী। আর তুখোড় মেধাবী হলেও অধ্যবসায় ছাড়া সফলতা লাভ সম্ভব নয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক মহামনীষী ইবনে সিনা। চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, ভূগোল, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং ইসলামী শাস্ত্রসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায়ই তিনি তার অবদান রেখেছেন। অসাধারণ মেধা এবং স্মরণশক্তির ফলে মাত্র ১৪ বছর বয়সেই শিখে ফেলেন তার শিক্ষকদের সবকিছু। এরপর শুরু করেন বাইরের দুনিয়ায় যা আছে তা জানার চেষ্টা। কিন্তু নিজে পড়ে বোঝা এত সহজ হলো না। এরিস্টোটলের মেটাফিজিক্স বুঝতে গিয়ে পড়লেন গভীর গাড্ডায়। একবার দুই বার করে ৪০ বার পড়ে ঝাড়া মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে পারলেন না একবর্ণ।

যখনই কঠিন কিছু বুঝতে পারতেন না, ইবনে সিনার অভ্যাস ছিল মসজিদে চলে যাওয়া। অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গভীর প্রার্থনায় ডুবে যেতেন। মানুষের কল্যাণে যে জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করতে চাচ্ছেন, তা বোঝার সামর্থ্য যেন পরম প্রভু তাকে দেন। প্রার্থনা থেকে উঠতেন তখনই যখন মনে হতো প্রভু তার প্রার্থনা শুনেছেন। এখানেও ব্যতিক্রম হলো না। হঠাৎ একদিন বাজারে গিয়ে খুঁজে পেলেন মেটাফিজিক্সের ওপর জ্ঞানের আরেক দিকপাল আল ফারাবীর ব্যাখ্যাসম্বলিত একখানা বই। তিন দিরহাম দিয়ে বইটি কিনে ছুটতে ছুটতে ইবনে সিনা চলে এসেছিলেন মসজিদে প্রভুর কাছে শুকরিয়া জানাবার উদ্দেশ্যে।

একটি কথা বলে রাখা দরকার, ভাল রেজাল্ট মানেই কিন্তু ভাল ছাত্র নয়। আর ভাল মানুষ সেটি আবার অন্য জিনিস। আমি এখানে শুধু ভাল রেজাল্ট কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে কিছু দিক-নির্দেশনা তুলে ধরছি। এর জন্য প্রয়োজন অনেক কিছুর কিন্তু আমি এখানে শুধু কিছু মুখ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।

ক্লাসে সঠিক সময়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকাঃ এর জন্য বেশি কিছু দরকার নেই শুধু ইচ্ছা শক্তি থাকলেই এটি সম্ভব। আর এখানে কিন্তু ১০ নাম্বারের মধ্যে ১০ অর্জন করার একটা ভাল সুযোগ যার জন্য কোন পরীক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হয়না। অথচ অনেক ছাত্র এটাকে অবহেলায় উড়িয়ে দেয়। অন্য দিকে কেউ যদি ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত না থাকে তাহলে সে পরবর্তী ক্লাসটি ভাল বুঝতে পারবে না। তবে একান্ত যদি কারো সমস্যা থেকেই থাকে তাহলে এর ভাল সমাধান হল, যে ক্লাসটিতে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি পরবর্তী ক্লাসে আসার পূর্বেই সেই ক্লাসের পড়া বুঝে ক্লাসে আসা। তাহলে পরবর্তী ক্লাসটি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আরেকটি ব্যাপার হল সঠিক সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হওয়া। যদি কেউ সঠিক সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হতে না পারে তাহলে এর ফলে সে এই ক্লাসটি ভাল বুঝতে পারবে না।

ক্লাসে পূর্ণ মনোযোগ থাকাঃ যে ছাত্র ক্লাসে যত বেশি মনোযোগ দিবে সে তত ভাল বুঝতে পারবে সেটাই স্বাভাবিক। আর সেই পড়াটা মনেও থাকে অনেক দিন পর্যন্ত। আমার দৃষ্টিতে এটিই ক্লাস লেকচার ভাল না বুঝার প্রথম ও প্রধান কারণ। আরো অনেক কারণ থাকতে পারে তবে সেগুলো গৌণ(যেমন ক্লাসের পরিবেশ ইত্যাদি)।

নিয়মিত অধ্যয়নঃ বাসায় গিয়ে যে কাজটি করতে হবে তা হল এই, আজ যে সকল সাবজেক্টের এর ক্লাস হয়েছে প্রতিটি সাবজেক্টের এর ক্ষেত্রে স্যার যা পড়িয়েছেন তা কোন বই এর কত নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে পড়িয়েছেন? বই এ না থাকলে স্যার যে শিট বা কপি দিয়েছেন এর কোথায় আছে? এখান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এবং উত্তর কোথায় ও কি? এগুলো খুজে বের করে নিয়ম মোতাবেক পড়তে হবে।

সঠিক সময়ে করতে হবে এসাইমেন্ট ও হোম ওয়ার্কঃ আমরা(ছাত্র-ছাত্রীরা) প্রায় সময়ই এসাইমেন্ট ও হোম ওয়ার্কগুলোকে গুরুত্ব দেই না। চিন্তা করি স্যারতো কেবল আজ দিল আরো অনেক দিন বাকি যাক অন্য দিন করে ফেলব আরকি। এত মাথা ঘামানোর দরকার কি? রাফি করবে আমি তার কাছ থেকে আগের দিন কপি করে নিয়ে সাবমিট করে দেব শেষ। আর এই কপিটাও আমরা আগের দিন করি না করি ঠিক আগের ক্লাসে। এর ফলাফল হল নিজের পায়ে নিজে ..??...যাক আর বললাম না। এতে করে তোমার কিছুই শেখা হল না।

কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ-

ক. একটি প্রশ্নের উত্তর করার সময় কোন ক্রমেই অন্য প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামানো। কোন প্রশ্নের উত্তর আংশিক লেখার পর ভুলে গেলে বেশি চিন্তা না করে অন্য প্রশ্ন লিখতে শুরু করে দেয়া ভাল।

খ. যেহেতু পরীক্ষার হলে সময় খুব অল্প, তাই প্রথম দিকে ভাল জানা প্রশ্নের উত্তর করা।

গ. লুজশিট নেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল করা লুজশিটে ক্লাস শিক্ষকের সাক্ষর দেওয়া আছে কী না।

ঘ. লেখার সময় বানান শুদ্ধ করে লেখার চেষ্টা করা।

ঙ. লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লিখা,এতে করে নম্বর বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চ. প্রশ্নে ভূমিকা,বর্ণনা এবং উপসংহার সহকারে লেখা উচিত,এর ফলে সম্পূর্ণ নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ছ. অন্যের কাছ থেকে দেখা,কারো সাথে কথা বলা ইত্যাদি বদ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা। কারণ এর ফলে পরীক্ষা থেকে বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ছাত্র জীবন দীর্ঘ হতে পারে। তাছাড়া এই কাজগুলো অনৈতিক। যা কোন ধর্মই সমর্থন করে না। আর পরকালে জবাবদিহিতাতো আছেই।

জ. এক্সাম পেপার জমা দেওয়ার আগে দু-তিনবার(মিনিমাম ১ বার) দেখে নেয়া কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি আছে কি-না।

ঝ. উত্তর লেখার পূর্বে প্রশ্ন নম্বর ঠিক মত লেখা।

এসাইনমেন্ট

ক) সক্রেটিসকে এক ব্যক্তি সফলতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আসলে সফলতা কি? সক্রেটিস তাকে একটি নদীর পাড়ে নিয়ে গেলেন এবং তিনি তাকে নিয়ে নদীতে নামলেন। নদীতে নেমে তাকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেন। পানির মধ্যে ডুবে থাকা ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু উঠতে পারলেন না। সবশেষে এমন পরিস্থিতি হল যে, তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তারপর সক্রেটিস তাকে পানির মধ্যে থেকে উঠালেন, পরে তাকে সুস্থ করে বললেন, আমি যখন তোমাকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলাম তখন তুমি কেমন করছিলে। উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলল, আমার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছিলাম বাঁচার জন্য। পরে সক্রেটিস বললেন তুমি বাঁচার জন্য যেমন তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলে, ঠিক তেমনি সফলতার জন্য এভাবে শক্তি ব্যয় করতে হবে। আসলে ভালো রেজাল্ট করতে হলে প্রয়োজন নিবিড় অনুশীলন এবং আমি যে ভালো রেজাল্ট করতে পারি তা মনে প্রানে বিশ্বাস করা।

প্রশ্নঃ সাধারণ মেধার বলেই আপনার পক্ষে ভালো করার সম্ভাবনা বেশি। আপনি কচ্ছপের মতো লেগে থাকতে পারবেন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিক কাজের মাধ্যমে লাভ করবেন সাফল্য। আসলে বিশ্ববিখ্যাত সফল মানুষেরা সবাই যতটা না জিনিয়াস, তার চেয়ে বেশি পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী। আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবনে পরীক্ষা একটি অপরিহার্য অংশ। **শুধু মাত্র ভালো মেধা দিয়েই নয়, ভালো রেজাল্ট করতে হলে প্রয়োজন পরিশ্রম , অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক কাজ** এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর ।

খ) ছাত্রজীবনে পরীক্ষা শব্দটি সব ছাত্র-ছাত্রীর কাছেই অতি পরিচিত একটি শব্দ। সেই শিশু শ্রেণীতে ভর্তির পর থেকে পরীক্ষা নামক চক্রের সাথে পরিচিতি হবার পর থেকে চক্রটি অবিরাম চলতেই থাকে। আর মানুষের মধ্যে এখনো এই মতবাদটিই প্রচলিত আছে – ***"বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়"*** এর মানে হচ্ছে, তুমি যতই ভালো স্টুডেন্ট হও না কেন, পরীক্ষার খাতায় যদি তুমি ভালো নম্বর না পাও কিংবা ভালো রেজাল্ট না হয়, তাহলে সবই যেন বৃথা হয়ে যায়!

প্রশ্নঃ মাঝে মাঝেই দেখা যায় যে, আমরা অনেক ভালো প্রস্তুতি নেয়ার পরও পরীক্ষা আশানুরূপ হয় না। এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে পরীক্ষার হলে করা কিছু ছোট ছোট ভুল। আমরা সবাই যেকোনো পরীক্ষাতে অবশ্যই আমাদের সেরাটা দিতে চাই কিন্তু এই কিছু ভুলের কারণে সেরাটা দিয়েও সেরা ফলাফলটা পেতে পারি না আমরা আমাদের পরীক্ষার হলে করণীয় বিষয় গুলো পয়েন্ট আকারে লিখ।

গ) শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় কেমন তা যাচাই করার জন্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। তাতে অনেকে ভালো করে। অনেকের ফল হয় মন্দ। রেজাল্ট বা ফলাফল ভালো হলে তার মূল্যায়ন করা হয় ভালোভাবে। আর কেউ পরীক্ষায় খারাপ করলে মানুষ তাদের অমনোযোগী শিক্ষার্থী মনে করেন।

প্রশ্নঃ শিক্ষাবিদরা বলেছেন, পরীক্ষার ফল খারাপ হলেই যে তাদের সবাই অমনোযোগী শিক্ষার্থী, এমন ভাবা ঠিক নয়। অনেক সময় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী পরীক্ষার আগে প্রচুর পড়ালেখা করেও নানা কারণে ভালো রেজাল্ট করতে পারে না। পরীক্ষায় ভালো করতে হলে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যেই বিষয়বস্তু গুলো মেনে চলা অবধারিত তা পয়েন্ট আকারে ব্যাখ্যা কর।

******আগামী (১৪-০৮-২০২০) এর মধ্যে উত্তরপত্র সাবজেক্ট টিচার এর ইমেইল এড্রেস এ সাবমিট করতে হবে, ইমেইল এর সাবজেক্টে নিজের নাম এবং ক্লাশ অবশ্যই লিখতে হবে******

Subject Teacher : Junayed Hossain Chowdhury

Email: junayedtishad@gmail.com